56

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...24 DEC...1998... ...
পৃষ্ঠা 1 ... কলাম 4 ......

বরিশালে নূতন নূতন কলেজ ॥ ডোনেশন ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ হয় না

বরিশাল অফিস ॥ শহরে নূতন নূতন কলেজ স্থাপিত হইতেছে। এই সকল কলেজ শিক্ষাদানের চাইতে ব্যবসায়িক দিকে বেশী নজর দিয়াছে। শিক্ষকদের নিকট হইতে 'ডোনেশন' আদায় প্রথা চালু রহিয়াছে। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হইতেছে। আবার ইন্টারভিউ বোর্ড যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করিলেও ডোনেশন ছাড়া তাহাদের যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। কলেজটি কোনক্রমে টিকিয়া গেলে শুরু হয় নূতন ব্যবসা। কেন্দ্র স্থাপনের তদবির চলে বিভিন্ন মহলে। কেন্দ্র চালুর অনুমতি পাওয়া গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বরিশালে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আদায় হয় পরীক্ষার ফি হিসাবে। নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নকলের। 'আদু ভাইরা' ভর্তি হয় কলেজে। পাস করে প্রথম বিভাগে। রেট বাড়ে পরীক্ষার ফি'র প্রতি বছর। চাকচিক্য বাড়ে কলেজের। চেহারার পরিবর্তন হয় শিক্ষকদের। ধ্বংস হয় শিক্ষা ব্যবস্থা। শহরের হাটখোলায় ১৯৯৬ সনে স্থাপিত হয় এ, করিম আইডিয়াল কলেজ। যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রথমে ঐ কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমতি দিলেও পরে উহা প্রত্যাহার করে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইয়াছে ছাত্র-ছাত্রীরা। সরকারী জমিতে স্থাপিত হইয়াছে ঐ কলেজ। সরকারের অনুমতি নাই। এই কারণে বোর্ড তাহাদের অনুমতি প্রত্যাহার করে। এই কলেজে শিক্ষক নিয়োগে প্রচুর অর্থ ডোনেশন নেওয়া হয়। একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগের কোন নিয়ম-নীতি মানা হয় নাই। যাহারা চাকুরী পান নাই তাহাদের ডোনেশনের অর্থ ফেরত দেওয়া হয় নাই। বিরাট অব্যবস্থা চলিতেছে সেখানে। শহরের সদর রোডে বিবির পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে স্থাপিত হইয়াছিল একটি সঙ্গীত কলেজ। বোর্ডের অনুমোদন নাই। ইহার পরও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলে। শিক্ষকদের নিকট হইতে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডোনেশন নেওয়া হয়। অধ্যক্ষ টাকা-পয়সা লইয়া ভাগিয়াছে। কলেজ বন্ধ। আসবাসপত্র ভাগাভাগি হইয়াছে। শিক্ষকরা তাহাদের টাকার জন্য হন্যে হইয়া ঘুরিতেছে। কলেজের সভাপতি সৈয়দ দুলাল জানান, অধ্যক্ষকে পাওয়া যাইতেছে না। অধ্যক্ষ ডোনেশন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তিনি স্বীকার করেন। শহরতলীতে স্থাপিত হইয়াছে অতি সম্প্রতি মহানগর কলেজ। শিক্ষকদের নিকট হইতে আদায় হইতেছে ডোনেশন। ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় হইয়াছে। বোর্ডের অনুমোদন মিলে নাই। শহরের সিটি কলেজ পুরাতন কলেজ হিসাবে পরিচিত। তবে সেখানে ডোনেশন লইয়া এখনও নানা কথা শোনা যাইতেছে। ইন্টারভিউ বোর্ডে যাহারা উত্তীর্ণ হন তাহাদের নাকি প্রচুর অর্থ ডোনেশন দিতে হয়, নচেৎ যোগদান করিতে পারেন না। অধ্যক্ষ আঃ রশীদ এই ধরনের অভিযোগকে মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ১৯৯৩ সনে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। তখন তিনি ২৫-৩০ জন শিক্ষক পান। তাহারা ডোনেশন দিয়াছে কিনা তিনি জানেন না। কারণ পূর্ব তহবিলের তিনি হিসাব পান নাই। তাহার আমলে ১৫ জনের মত শিক্ষক নিয়োগ পায়। তিনি সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা ডোনেশন নিয়াছেন। অনেকে আসবাবপত্র ও ফ্যান দান করিয়াছেন। তবে ঐ কলেজের বেশ কিছু শিক্ষক অভিযোগ করেন যে, এখনও ৪০-৫০ হাজার টাকা ডোনেশন আদায় হইতেছে। উহার হিসাব নাই। এখনও বেশ কিছু শিক্ষক ডোনেশন দিয়া নিয়োগপত্রের জন্য ঘুরিতেছেন। এই কলেজের অনিয়ম সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত চলিতেছে।